স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered

No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

ফুল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫০শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৫শে ভাদ্র বুধবার ১৩৭০ ইংরাজী 11th Sept. 1963 { ১৬শ সংখ্যা

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

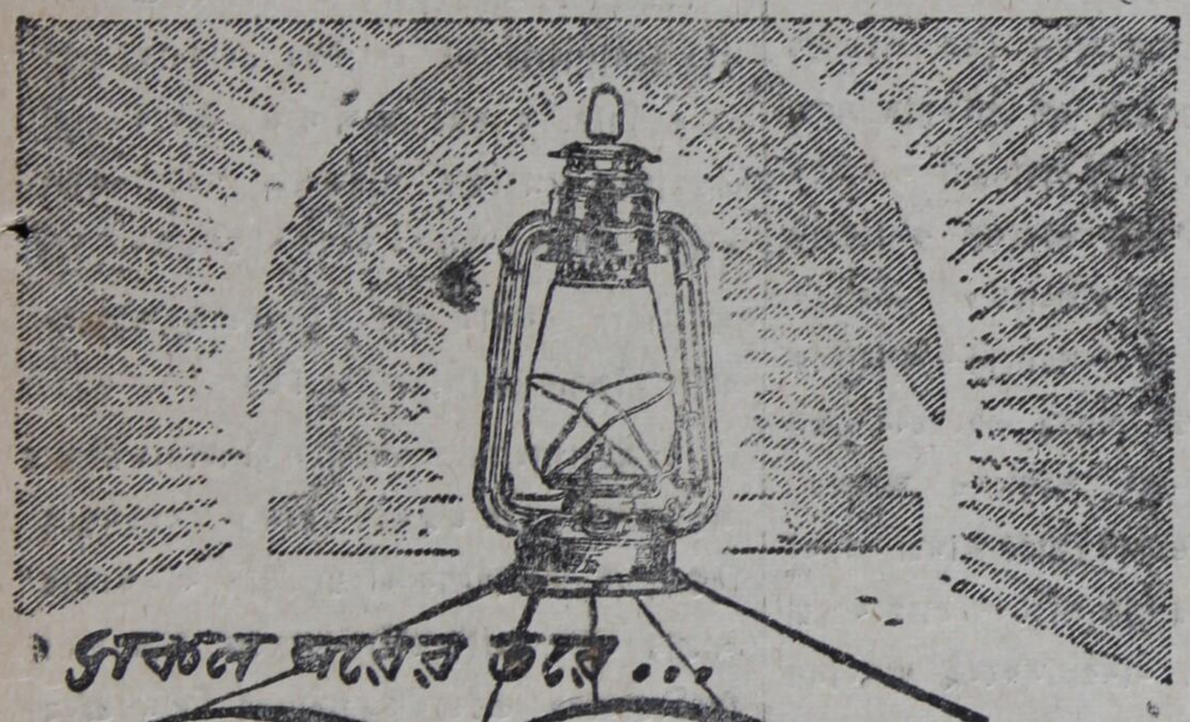

C. P. Seaver

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ধুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

স্থায়ী কার্যকারিতা ও নিপুণতা আনবে।

প্রস্তুতকারক

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ, অগ্রিম দেয় নগদ মূল্য ০৭ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে ভাদ্র বুধবার সন ১৩৭০ সাল।

বন-মহোৎসব

—০—

স্বাধীন ভারতে বৃক্ষসম্পদ্ রক্ষার্থ এবং বৃক্ষের পরিবর্দ্ধন জন্য বন-মহোৎসব। পরাধীন ভারতে বৃক্ষকুল বহুভাবে উৎসাদিত হইয়াছে। পূর্বে চাষী-প্রজার বৃক্ষের রোপণ ভিন্ন ছেদনের কোনরূপ অধিকার ছিল না। বঙ্গদেশে অদূরদর্শী লীগ গভর্ণমেণ্টের আমলে চাষীগণকে বৃক্ষচ্ছেদনের অধিকার আইনগতভাবে প্রদত্ত হয়। এই অধিকার-প্রদান যে আত্মহত্যার সমতুল হইয়াছিল তাহা আজ দিবালোকের মত পরিষ্কার। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র একদিন দেশমাতৃকাকে "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে প্রণাম করিয়া বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসীগণের অন্তরে স্বাধীনতার বীজ উপ্ত করিয়াছিলেন। দেশমাতৃকার রূপ তখন ছিল সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা। সেই সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা আমাদের দেশমাতৃকা বর্ত্তমানে রুক্ষা-দীনা-রিক্তা-সুষমখাদ্যহীনা। সুফলা-শস্যশ্যামলার মূলে সুবর্ষণা অর্থাৎ সুজলা। সুবর্ষণের মূলে অরণ্য বা বৃক্ষসম্পদ্। বৃক্ষকুল ধ্বংস করিতে সর্ব্বজনীন অধিকার প্রদান আমাদের ভারতমাতা তথা বঙ্গমাতাকে রিক্তা দীনা করিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারতীয় ত্যাগধর্মী সভ্যতার মূলে ছিল অরণ্য। অরণ্যের ভাবগম্ভীর পরিবেশে, শান্ত স্নিগ্ধ সমাহিত ভাবধারার অন্তর প্রবাহে, তপঃসিদ্ধ ত্যাগনিষ্ঠ সত্যাশ্রয়ী, সত্যধর্মী, সত্যদর্শী ঋষিকুলের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তাঁহাদের সত্যদর্শন ভারতীয় শাশ্বত সনাতন কালজয়ী সভ্যতার দৃঢ়ভিত্তি। ভারতীয় ধর্মের অনুশাসনে পূর্ব্বে সকল গৃহস্থ বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা সাধ্যানুসারে করিত। বিনা কারণে বৃক্ষের ছেদনকে জীবহত্যার সমতুল মনে করিত। ধর্মীয় প্রয়োজনে বৃক্ষাদির শাখা এমন কি পত্রাদি গ্রহণ করিতে বৃক্ষকে নমস্কার করিয়া তাহার অনুমতি গ্রহণ কর্তব্য ছিল। ভারতীয় শাস্ত্রে এরূপ বহু মন্ত্র দৃষ্ট হয়। ভারতের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যর জগদীশ-চন্দ্র বসু তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রে সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন—ভারতীয় ঋষিগণের বাণী—বৃক্ষকুল অন্তঃসংজ্ঞ এবং সুখদুঃখসমন্বিত। বৃক্ষকুল অচল এবং অন্যান্য জীব সচল এই মাত্র প্রভেদ। আমরা আমাদের সভ্যতার মূলগতভাব বিস্মৃত হইয়া নিত্য দুঃখের কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইতেছি। আমরা আমাদের কল্যাণপথের কোন সন্ধান পাইতেছি না। ইষ্টকালয়ের অভ্যন্তরে ভোগবিলাসের আড়ম্বরে ভারতীয় জনমানস কোনদিন তাহার কল্যাণপথের সন্ধান পাইবে না। বিলাসব্যসনশূন্য তপোবনের শান্তস্নিগ্ধ সমাহিত ভাবধারার সৃজনভিন্ন ভারত তাহার শাশ্বত সনাতন সভ্যতার উৎসের সন্ধান পাইবে না। বৃক্ষসম্পদ্ সৃজন ভিন্ন শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি বায়ুমণ্ডলে দুর্গ প্রতিষ্ঠার মতো হাস্যকর প্রচেষ্টা। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আরামকে হারাম বলিয়াছেন। কিন্তু ভারতের কল্যাণরাষ্ট্র কোন্ আদর্শের দিকে চলিয়াছে? একদিকে নিদারুণ খাদ্যাভাব ও অর্থহীনতা—অপরদিকে ভোগ্যপণ্যের ও খাদ্যের অপচয় এবং যেন তেন প্রকারেণ অর্থসঞ্চয় এবং আরামের আড়ম্বর। পাশ্চাত্ত্য ভোগধর্মী সভ্যতার মোহে আমরা সকলেই আত্মবিস্মৃত। পল্লীর শান্ত পরিবেশ ত্যাগ করিয়া সহরের রুক্ষ পরিবেশে আমরা সকলেই ধাবমান। ভারতীয় আদর্শকে সঞ্জীবিত করিতে আমাদের ভোগবিলাসকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভারতীয় মন্ত্রিকুলকে মহাত্মা গান্ধীর মতো কৌপিনবন্ত না হইলেও তাহার মতো অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতে হইবে। সমস্ত গৃহের একাংশ যথাযথভাবে বৃক্ষসম্পদে পরিপূর্ণ করিতে হইবে। ভারতের জনসাধারণের যে জীবনের অর্থ-নৈতিক সমাজনৈতিক মান দ্রুত অবনতির পথে চলিয়াছে তাহার অবরোধের জন্য সকলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে। বাগাড়ম্বরে ফল হইবে না কার্যে আদর্শে তাহা রূপায়িত করিতে হইবে। মিথ্যাচারের মতো পাতক নাই ইহা উচ্চ নীচ সকলকে তাহাদের জীবন দিয়া প্রমাণ করিতে হইবে। ভারত-ধর্ম্মের উপলব্ধি ঈশ্বর সকল ভূতের অন্তরে বিরাজমান। সেই সর্ব্বভূতাত্মা ঈশ্বরের উপলব্ধি ভিন্ন ভারতের কল্যাণ নাই। আসুন আমরা সকলে যথাসাধ্য বৃক্ষসম্পদ্ সৃজন করি এবং প্রার্থনা করি—

সর্ব্বেচ সুখিনঃ সন্তু
সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু
ন কশ্চিদ্দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!

পরলোকে ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জি

বিশ্রুতকীর্তি ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ ডঃ রাধা-কুমুদ মুখোপাধ্যায় ৯ই সেপ্টেম্বর সোমবার দুপুর ১২-৫ মিনিটের সময় বালীগঞ্জে তাঁহার ৩৯, একডালিয়া প্লেসস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল।

তাঁহার একমাত্র পুত্র কলিকাতাস্থ আকাশ-বাণীর অফিসার শ্রী পি, কে, মুখার্জি।

ডঃ মুখোপাধ্যায় ১৮৮৪ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বহরমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বহরমপুরে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া তিনি কলিকাতায় আসেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীর সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। ১৯০১ সালে দুইটি বিষয়ে অনার্স সহ বি-এ পাশ করিয়া এবং ঐ বৎসরই এম-এ ডিগ্রী ও অর্থনীতিতে কবডেন বৃত্তি পাইয়া তিনি শিক্ষাজীবনে একটি নূতন রেকর্ড স্থাপন করেন। ইহার পরের বৎসর ১৯০২ সালে তিনি ইংরেজীতে এম-এ পাশ করেন। ১৯০৫ সালে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন এবং এই বৃত্তির সাত হাজার টাকার সঙ্গে একটি স্বর্ণপদকও পান। ১৯১৫ সালে তিনি পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?

বহরমপুর—সদর হাসপাতালের একখানি এম্বুল্যান্স ভ্যান গত ২রা সেপ্টেম্বর রাত্রে জলঙ্গী থানার সাদিখাঁরদিয়ার স্বাস্থ্য কেন্দ্র হইতে একটি রোগীকে সদর হাসপাতালে আনার সময় ইসলামপুরের নিকটে দুর্ঘটনায় পড়ে এবং রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী খাদে পড়িয়া যায়। দুর্ঘটনার ফলে এম্বুল্যান্স ভ্যানের ড্রাইভার ও সহকারী গুরুতর আহত হইলেও রোগীটির কোন আঘাত লাগে নাই। আহত চালক ও তাহার সহকারীকে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে রাত্রেই আনা হয়। ভ্যানখানি খাদেই পড়িয়াছিল।

মারে কৃষ্ণ রাখে কে ?

বহরমপুর—সৈদাবাদ আর্মানী গীর্জ্জার নিকটবর্ত্তী বিল এলাকায় গরু চড়াইবার সময় মুন্সী মাঝি নামে জনৈক আদিবাসী রাখাল জলে ডুবিয়া সম্প্রতি মারা গিয়াছে। প্রকাশ দুইটি বলদ বিলের জলে নামিয়া ওপারে চলিয়া গেলে সে বলদের পিছনে পিছনে জলে নামিয়া পড়ে এবং অধিক জলে পড়িয়া ডুবিয়া যায়। নিকটে তখন কেহ না থাকায় তাহাকে বাঁচানো যায় নাই। পরে মৃতদেহ ভাসিয়া উঠে। —মুর্শিদাবাদ সমাচার

মুশকিল-আসান

(সংকট নিবারণ)

রুখতে চীনের অভিযান,
রাখতে দেশের জাতির মান,
তুচ্ছ ক'রে জীবন প্রাণ
ঐ যে যারা এগিয়ে যান
মোদের শত তরুণ জোয়ান
জোগাতে তাদের অস্ত্র কামান
মুক্ত হস্তে করুন দান।
দেশের সঙ্কট হ'ক অবসান।

"Countrymen"—sleep no more,
"The Enemy" is at the door.
Rise and open your hands
For "National Defence Funds"
Contribute your mite
And help "Jawans" to fight.
Be certain and sure
"Victory" will be your.

পশ্চিমবঙ্গ সরকার—রাজস্ব পর্ষৎ

বিজ্ঞপ্তি

বাস্তু জমির খাজনা মাপ

গত এপ্রিল মাসে সরকার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, চল্‌তি বাংলা সন ১৩৭০ হইতে পৌর এলাকার বহিঃস্থিত এক তৃতীয়াংশ একর পর্যন্ত বাস্তু জমির খাজনা রেহাই দেওয়া হইবে। সেচ এলাকার অন্তর্ভুক্ত বাস্তু জমিসহ তিন একর পর্যন্ত জমির মালিক এবং সেচ এলাকার বহিঃস্থিত বাস্তুজমি সহ পাঁচ একর পর্যন্ত জমির মালিক এই সুযোগ সুবিধা লাভ করিবেন। বাস্তুসহ মোট পাঁচ একর পর্যন্ত জমির মালিকের যদি তিন একরের কম সেচযুক্ত জমি থাকে তাহা হইলে তিনিও এই সুযোগ ভোগ করিবেন। 'সেচ এলাকা' বলিতে শুধুমাত্র সরকারী খাল দ্বারা সিঞ্চনযোগ্য এলাকাই বুঝাইবে এবং 'জমি' বলিতে কৃষি এবং অ-কৃষি উভয়প্রকার জমিই বুঝাইবে।

এই সুবিধা গ্রহণেচ্ছু প্রজাদিগকে আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্থানীয় জে, এল, আর, ও'র নিকট আবেদন করিতে হইবে। আবেদন পত্রের ফরম স্থানীয় তহশীলদারগণের নিকট হইতে বিনামূল্যে পাওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে যদি এই ফরম পাইতে অসুবিধা হয় তাহা হইলে সাদা কাগজে অনুরূপ ফরমে আবেদন করিলেও চলিবে। এই ফরম দাখিল করিতে কোন কোর্ট ফি লাগিবে না।

আবেদন পত্রের ফরম জেলা ও মহকুমার প্রচার-আধিকারিকগণের অফিসেও দেখিবার জন্য রাখা হইয়াছে।

মর্ম্মান্তিক ঘটনা

দুর্গাপুরে তাপবিদ্যুৎ কারখানায় কাজ করিবার সময় সুরেশচন্দ্র বৈদ্য নামে জনৈক খালাসী ৯০ ফুট উঁচু হইতে পড়িয়া যায় এবং দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার হাসপাতালে তাহার মৃত্যু ঘটে।

বিজ্ঞাপন

নিম্নলিখিত তীর টি-আইরন, রেল দরজা জানালা বিক্রয় হবে। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ শ্রীবনবিহারী ঘোষ নুরপুর কুঠী (নুরপুর গ্রাম সেবা কেন্দ্রে) অনুসন্ধান করুন।

জিনিষের বিবরণ :—তীর ৬টী ১৮' হিঃ, ২টী ৮' হিঃ, ৮টী ১০' হিঃ, ৮টী ১১' হিঃ, টিআইরন ১৬টী ২০ হিঃ, ১৮টী ১৭' হিঃ, ১৮টী ৪৫' হিঃ, (মধ্যে কাটা আছে) ৬'×৩½' হিঃ, সেগুন কাঠের দরজা ৫ জোড়া, ২ জোড়া জানালা, রেল আছে ৭টি ঐ ঘরে টিআইরন ৩৮টী ১৬' হিঃ, ইট তিন লক্ষ এবং টাইল ছয় হাজার।

নুরপুর গঙ্গানদীর বিপদসীমা অতিক্রম

নুরপুরে (মুর্শিদাবাদ) গঙ্গানদীর জলস্তর ৬৯'৪৭ এবং ঐ একই অঞ্চলে গিরিয়াতে ভাগীরথী নদীর জলস্তর ৬৭'৭৬ হয়। উভয় নদীরই জলস্তর এখন বিপদ সীমা অতিক্রম করিয়াছে। 'প্রেস নোট'

গৃহ নির্ম্মাণ উপযোগী জমি ও পুকুর বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি রোডে "গোপীনাথ ভবনের" পূর্ব্বদিক সংলগ্ন আনুমানিক ৫॥০ কাঠা জমি ও ২ বিঘা জল ও পাড়সহ পুকুর বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দত্ত, ষণ্ডেশ্বরতলা
(কানি লেন) পোঃ চুঁচুড়া, জেলা হুগলী।

শিক্ষক দিবস পালন

শ্রীগোপেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ৫।৯।৬৩ তারিখে 'সুজাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে' শিক্ষক দিবস পালিত হয়। এই সভা রাষ্ট্রপতির সুস্থদেহ ও দীর্ঘজীবন কামনা করে। সভায় শ্রীঅবনীরঞ্জন সরকার (প্রঃ শিঃ) ও শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায় ভাষণ দেন এবং ছাত্র-ছাত্রীরা বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসাধারণকে আনন্দ দান করে।

মুসলমান যুবক কর্তৃক হিন্দু বালিকা বিবাহের চেষ্টা ব্যর্থ

নিমতিতা—জঙ্গিপুর মহকুমার মহেশাইল ইউনিয়নের অন্তর্গত মহাতাবপুর গ্রামে এক মুসলমান যুবকের কবল হইতে এক পিতৃহীন পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকাকে উদ্ধার করা হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, জঙ্গিপুর মহকুমার জগতাই গ্রামের এক মুসলমান যুবক হিন্দু পরিচয়ে মেয়েটির সহিত পরিচিত হয় এবং নানাভাবে মেয়েটিকে প্রলুব্ধ করে। অবশেষে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য সে মেয়েটিকে ফাঁকি দিয়া পাকুড়ে রেজেষ্ট্রী করিয়া বিবাহ করিতে লইয়া আসে। সেখানে অকৃতকার্য হওয়ায় জঙ্গিপুরের জনৈক মুসলমান মোক্তারের শরণাপন্ন হয়। সেখানে সুবিধা না হওয়ায় অবশেষে জগতাই গ্রামে মেয়েটিকে লইয়া আসে। মেয়েটি নাকি ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই বুঝিতে পারে যে যুবকটি হিন্দু নয়। অল্প সময়ের মধ্যেই এই ঘটনা জগতাই গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করে। গ্রামের শ্রীরমারঞ্জন চৌধুরী ঘটনাটি জানিতে পারিয়া থানায় খবর দেন এবং অনেক চেষ্টায় উভয়কে গ্রেপ্তার করান।

'পরিক্রমা'

বহরমপুরে টুরিষ্ট ভবন

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বিধান সভায় জানান যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় পর্য্যটকদের জন্য একলক্ষ পঁচাশী হাজার টাকা ব্যয়ে বহরমপুরে একটি টুরিষ্ট ভবন স্থাপনের সরকারী পরিকল্পনা হইয়াছে।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে বালিকার দান

কলিকাতার মোহিনী ম্যানসন হইতে পাঁচজন বালিকা গত ৩১শে আগষ্ট শনিবার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের কাছে আসিয়া জাতীয়প্রতিরক্ষা তহবিলে তাঁহাদের দানস্বরূপ ৩২৪ টাকা তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। এই বালিকাদের নেতৃত্ব করেন শ্রীমতী দেবিকা বর্মণ। মুখ্যমন্ত্রী ঐ দিন জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে মোট ৯৮৬ টাকা ১০ নয়া পয়সা সংগ্রহ করেন। মহেশতলার শ্রীগোপাল-চন্দ্র মণ্ডল তহবিলে একটি জেনারেটিং সেট দান করেন।

ফরাক্কা সংক্রান্ত সাবকমিটির প্রথম অধিবেশন

—০—

ভারত সরকারের সেচ ও শক্তি-মন্ত্রী ডঃ কে এল রাও-য়ের সভাপতিত্বে ২৪শে আগষ্ট নয়া দিল্লীতে সেচ ও শক্তি মন্ত্রকের অধীনস্থ ফরাক্কা ব্যারাজ সংক্রান্ত সাব-কমিটির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সংসদের নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দ উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন: শ্রী এস, সি, সামন্ত শ্রী এন, আর, ঘোষ, শ্রী সি, কে, ভট্টাচার্য, শ্রী এল, ডি, কোযোকি, শ্রীওয়াই পি, মণ্ডল, শ্রীরঘুনাথ সিং, শ্রীত্রিদিবকুমার চৌধুরী, শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, শ্রী এইচ, পি, চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমহেশ্বর নায়েক, শ্রীমতী রেণুকা রায়, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এবং শ্রীরামপ্রসন্ন রায়। উপস্থিত সদস্যদের ঐ ব্যারাজের কার্যের অগ্রগতি সম্পর্কিত সংবাদ জানান হয় এবং উত্তরোত্তর অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে এবং নির্ধারিত সময় সীমার (১৯৬৯-৭০) মধ্যেই ঐ কার্য সমাধার পন্থা সম্পর্কে সরকারকে সংবাদ দিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় দিল্লী ও ব্যারাজের জায়গায় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শ্রীরামপ্রসন্ন রায় সর্ববাদীসম্মতরূপে ঐ সাব-কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।

পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যশস্য (মুনাফার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ১৯৬৩ কয়েকটি খাদ্য-শস্যের ক্ষেত্রে পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়ের ব্যাপারে মুনাফার পরিমাণ নির্ধারণ

—০—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬২ সালের ভারতরক্ষা নিয়মাবলী অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যশস্য (মুনাফার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ১৯৬৩ জারী করিয়া ১৯৬৩ সালের ২৬শে অগাষ্ট হইতে পশ্চিমবঙ্গে ঢেকিছাঁটা চাউল, দেশজ গম, ডাল এবং ভুট্টার ব্যবসায়ীদের উক্ত দ্রব্যগুলিতে ক্রয়মূল্য অপেক্ষা নিম্নোক্ত পরিমাণের অধিক হারে লাভ নিষিদ্ধ করিয়াছেন: (ক) পাইকার (দালাল হইলে) কমিশন এজেণ্ট বা অন্য কোন এজেণ্টের ক্ষেত্রে তিনি প্রতিনিধি নিয়োক্তাকে যে অর্থ দেন বা তাঁহার প্রদেয় হয় তদনুসারে নিরূপিত মূল্যের উপর এক শতাংশ; (খ) অন্য কোন পাইকার কর্তৃক, মালের প্রকৃত ভাড়া ও পরিবহণ ব্যয় ও আধারের মূল্য (যদি কিছু থাকে) বাবত আনুষংগিক ব্যয় সহ ক্রয়মূল্যের উপর নগদ বিক্রয়ের বেলা ½ শতাংশ এবং ধারে বিক্রয়ের বেলা ২ শতাংশ; (গ) ক্রয়মূল্য এবং তদুপরি উপরোক্ত (খ) দফার ন্যায় আনুষংগিক ব্যয়ের উপর, চাউল ও দেশী গমের খুচরা বিক্রেতাদের বেলা ৫ শতাংশ এবং ডাল ও ভুট্টার খুচরা বিক্রেতাদের বেলা ½ শতাংশ। এই আদেশ অনুযায়ী পাইকারী বা খুচরা প্রত্যেক ব্যবসায়ীকেই বিক্রয়স্থানে বা উহার নিকটে বিক্রয়ের জন্য অভিপ্রেত দ্রব্যসমূহের উপরোক্ত পদ্ধতিতে নিরূপিত চলতি বিক্রয়দরের তালিকা প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শন করিতে হইবে। এই আদেশের বিধানগুলির কোনটি লংঘন করিলে ১৯৬২ সালের ভারত প্রতিরক্ষা আইন ও উহার অধীন নিয়মাবলী অনুসারে লংঘনকারীকে অভিযুক্ত করা হইবে।

'প্রেস নোট'

পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন কর্ম্মচারী সম্মেলন

—০—

গত ৫ই আগষ্ট বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্বইট মিট ওয়ারকার্স ইউনিয়নের ১৯শ বার্ষিক সম্মেলন ২২৬নং মহাত্মা গান্ধী রোডে অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ বিভাসচন্দ্র রায় সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সম্মেলনে যে সকল প্রস্তাবাবলী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত-গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য (১) ভারত সীমান্তে চীনা হামলার জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ও এই অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ করা হয় এবং ইহার প্রতিরোধ কল্পে সরকারকে সমর্থন জানান হয়। (২) বর্ত্তমানে খাদ্যদ্রব্য ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উত্তরোত্তর মূল্য বৃদ্ধির ফলে স্বল্প আয়ের মিষ্টান্ন শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যয় সঙ্কুলান অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে সেই কারণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে কর্ম্মচারীদের মাগ গী ভাতা বেতন বৃদ্ধির জন্য মিষ্টান্ন মালিকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইতেছে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করিয়া শ্রমিকদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে। (৩) প্রত্যেক কর্ম্মচারীর ভবিষ্যতের জন্য প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড এবং প্রতি বৎসর কাজের জন্য ১ মাসের বেতন এই হিসাবে গ্র্যাচুইটির ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সংশোধিত দোকান কর্ম্মচারী আইন অবিলম্বে চালু করার জন্য সরকারের নিকট দাবি জানাইতেছে।

নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যকরী কমিটী গঠিত হইল—ডাঃ বিভাসচন্দ্র রায় সভাপতি, শ্রীহরিপদ চ্যাটার্জি ও শ্রীপঞ্চানন যশ সহ-সভাপতি, শ্রীহৃষীকেশ নাগ সাধারণ সম্পাদক, শ্রীশক্তিপদ দাস সহ-সম্পাদক, শ্রীশম্ভুচরণ কর কোষাধ্যক্ষ; সর্ব্বশ্রী গণেশচন্দ্র হাজরা, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, রাধানাথ দত্ত, গণেশচন্দ্র ঘোষ, ধীরেন্দ্রনাথ রায়, যুধিষ্ঠির জানা, বনমালি সামন্ত, কানাইলাল সেন, গোপালচন্দ্র ঘোষ, বলাইচন্দ্র মান্না, রামপ্রসাদ ঘোষ, প্রমথ মণ্ডল ও দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ—সদস্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার—রাজস্ব পর্ষৎ

বিজ্ঞপ্তি

বাস্তু জমির খাজনা মাফ

গত এপ্রিল মাসে সরকার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, চল্‌তি বাংলা সন ১৩৭০ হইতে পৌর এলাকার বহিঃস্থিত এক-তৃতীয়াংশ একর পর্যন্ত বাস্তু জমির খাজনা রেহাই দেওয়া হইবে। সেচ এলাকার অন্তর্ভুক্ত বাস্তু জমিসহ তিন একর পর্যন্ত জমির মালিক এবং সেচ এলাকার বহিঃস্থিত বাস্তু জমিসহ পাঁচ একর পর্যন্ত জমির মালিক এই সুযোগ সুবিধা লাভ করিবেন। বাস্তুসহ মোট পাঁচ একর পর্যন্ত জমির মালিকের যদি তিন একরের কম সেচযুক্ত জমি থাকে তাহা হইলে তিনিও এই সুযোগ ভোগ করিবেন। 'সেচ এলাকা' বলিতে শুধুমাত্র সরকারী খাল দ্বারা সিঞ্চনযোগ্য এলাকাই বুঝাইবে এবং 'জমি' বলিতে কৃষি এবং অ-কৃষি উভয় প্রকার জমিই বুঝাইবে।

এই সুবিধা গ্রহণেচ্ছু প্রজাদিগকে নিম্নলিখিত ফরমে আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্থানীয় জে, এল, আর, ও'র নিকট আবেদন করিতে হইবে। আবেদনপত্রের ফরম স্থানীয় তহশীলদারগণের নিকট হইতে বিনামূল্যে পাওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে যদি এই ফরম পাইতে অসুবিধা হয় তাহা হইলে সাদা কাগজে অনুরূপ ফরমে আবেদন করিলেও চলিবে। এই ফরম দাখিল করিতে কোন কোর্ট ফি লাগিবে না।

॥ আবেদনপত্রের ফরম ॥

দরখাস্তের নম্বর.....

প্রাপ্তির তারিখ.....

.....সার্কেলের জে, এল, আর, ও, সমীপেষু—

মহাশয়,

রাজস্ব পর্ষদের ১৪।৮।১৯৬৩ তারিখের ১৬৯১৬ (১৫)-জি, ই, নং আদেশ অনুসারে আমি আমার বাস্তু জমির খাজনা রেহাই-এর জন্য আবেদন করিতেছি। আমার মোট জমির বিবরণী নিম্নে দেওয়া হইল।

আমি এতদ্দ্বারা প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিতেছি যে, এই বিবরণী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য এবং ইহার বাহিরে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আমার আর কোনও জমি নাই। এই বিবরণী ভুল প্রমাণিত হইলে এবং সেই ভুলের জন্য সরকারের কোন ক্ষতি হইলে আমি সরকারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিব।

মোট জমির বিবরণী

জেলা	মহকুমা	থানা	মৌজার নাম	খতিয়ান নং	জমির পরিমাণ

.....

আবেদনকারীর পূর্ণ স্বাক্ষর

ঠিকানা.....

মন্তব্য—একাধিক জেলা, মহকুমা, থানা বা মৌজায় জমি থাকিলে তাহা পৃথক পৃথকভাবে দেখাইতে হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে যে জে, এল, আর, ও'র এলাকায় বাস্তু আছে সেই জে, এল, আর, ও'র কাছে দরখাস্ত করিতে হইবে।

.....

(এই অংশ আবেদনকারীকে ফেরৎ দিতে হইবে)

দরখাস্তের নং..... প্রাপ্তির তাং.....

শ্রী/শ্রীমতী.....র নিকট হইতে বাস্তু জমির খাজনা রেহাই-এর জন্য উপরোক্ত নম্বর আবেদনপত্র পাইলাম।

স্বাক্ষর.....

জে. এল. আর. ও.

তারিখ.....

(অফিসের সীলমোহর)

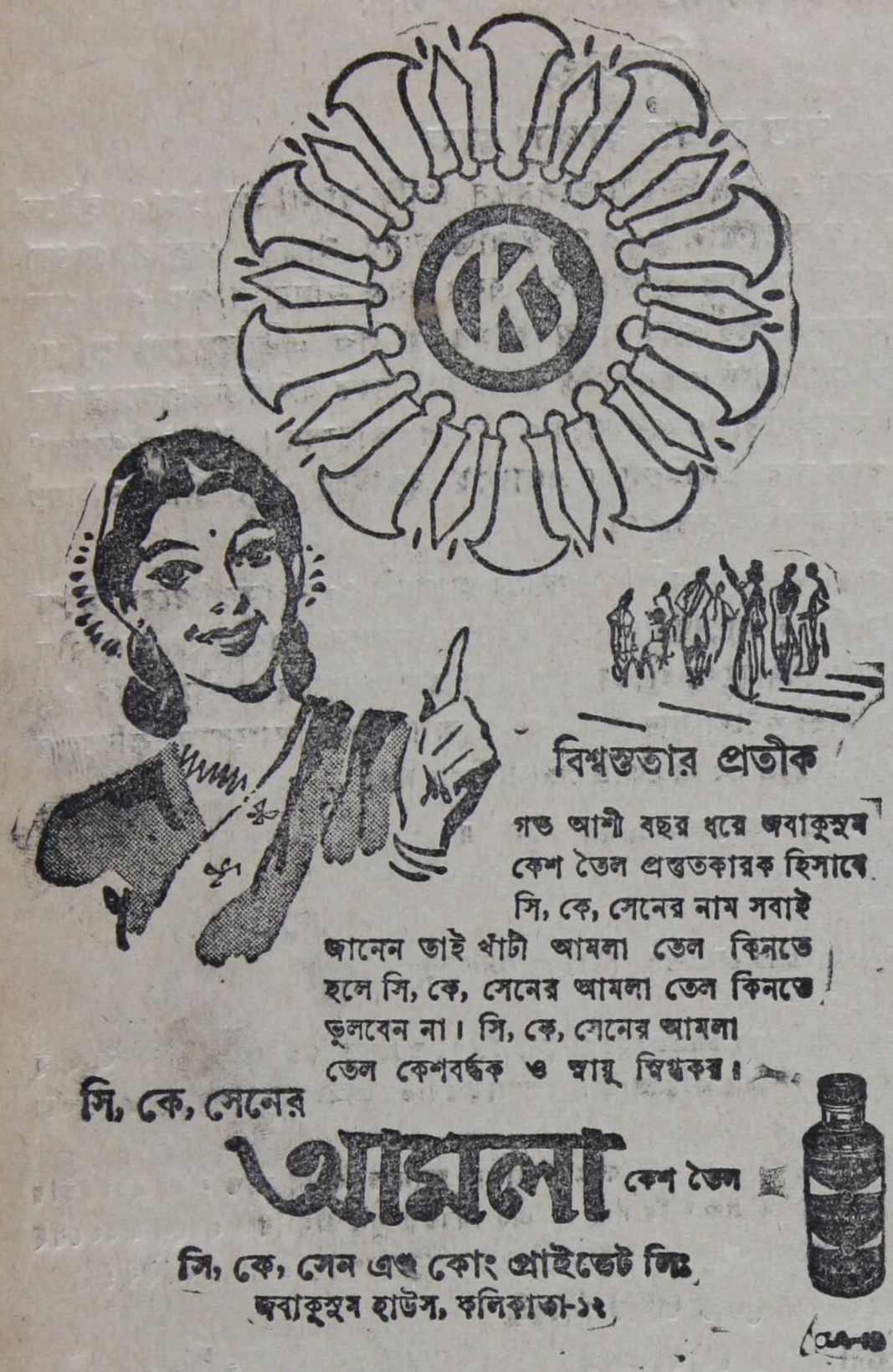

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীনলীগোপাল সেন, কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং *বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি* ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

★আই,সি,আই পেইন্ট
★মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
★যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
★ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।

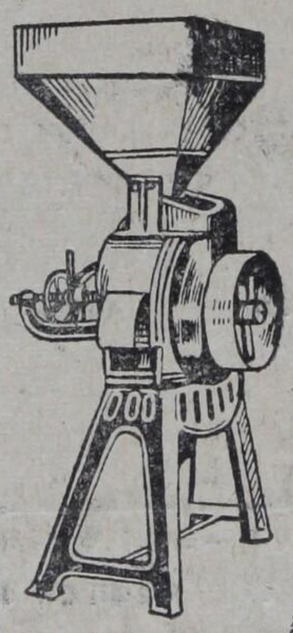

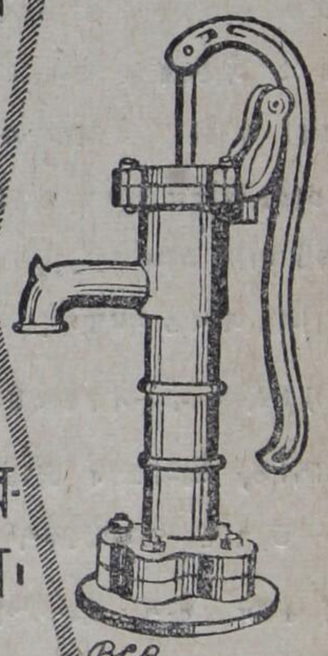

বিক্রেতা:—

কুণ্ডু হার্ডওয়ার ষ্টোর
খাগড়া মুর্শিদাবাদ

আর. পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত